ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৩ শতাংশ এবং ১২.৯ শতাংশ। ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে মাসিক ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, জিনি অনুপাত ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯ যা ২০১৬ সালে ছিল ০.৪৮২। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি আয় বৈষম্য কমাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন-দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োগে আমাদের সাফল্য বিশ্বব্যাপী নজর কেড়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,০২,১৮০.০০ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১,২৬,৭৩১.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬.০৪ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.০২ শতাংশ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি ও কৌশল এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০০5 সালে ছিল ৪০.০ শতাংশ। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশ। মানুষের জীবন, জীবিকা ও দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিবিএস কর্তৃক সম্পাদিত সর্বশেষ পাঁচটি খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১৩.১ এবং লেখচিত্র ১৩.১ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

দারিদ্র্য রেখা	হেড কাউন্ট রেট (HCR)				
	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০5	খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০০
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে	১৮.৭	২৪.৩	৩১.৫	৪০	৪৮.৯
নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে	৫.৬	১২.৯	১৭.৬	২৫.১	৩৪.৩

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, বিবিএস।

লেখচিত্র ১৩.১: দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবণতা

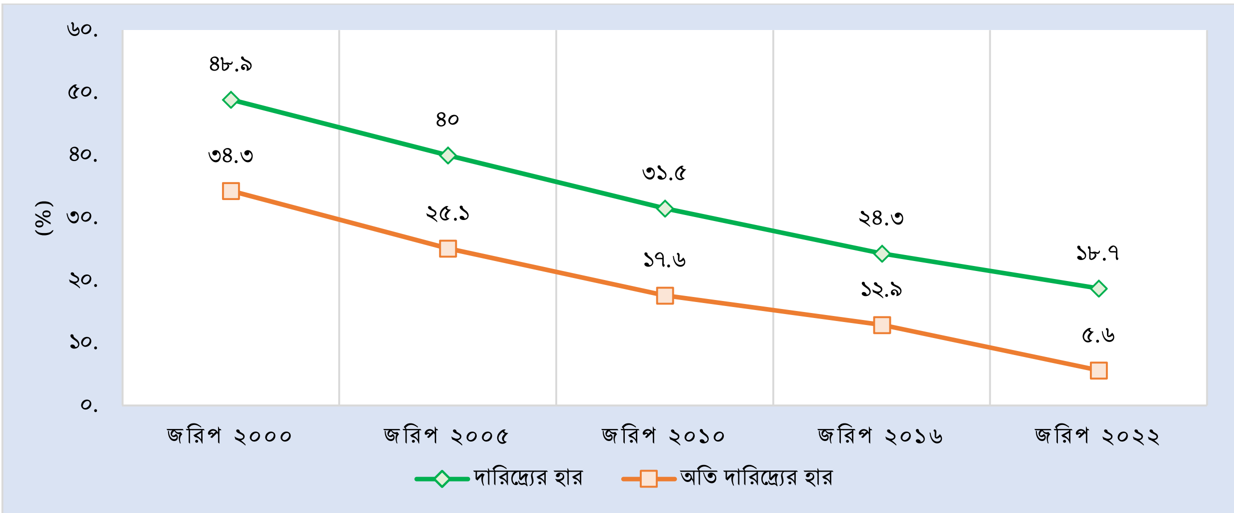

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-২০২২ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৫.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (২৪.৩% থেকে ১৮.৭%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৭ শতাংশ। অপরদিকে, ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.২৩ শতাংশ। আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা সারণি ১৩.২ এবং লেখচিত্র ১৩.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা (উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে)

	২০২২	২০১৬	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১৬-২০২২)	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক							
জাতীয়	১৮.৭	২৪.৩	-৪.২৭	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৪.৭	১৮.৯	-৪.১০	২১.৩	-১.৯৭	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২০.৫	২৬.৪	-৪.১৩	৩৫.২	-৪.৬৮	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান							
জাতীয়	৩.৮	৫.০	-৪.৪৭	৬.৫	-৪.২৮	৯.০	-৬.৩০
শহর	২.৯	৩.৯	-৪.৮২	৪.৩	-১.৬১	৬.৫	-৭.৯৩
পল্লী	৪.২	৫.৪	-৪.১০	৭.৪	-৫.১২	৯.৮	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ							
জাতীয়	১.২	১.৫	-৩.৬৫	২.০	-৪.৬৮	২.৯	-৭.১৬
শহর	০.৯	১.২	-৪.৬৮	১.৩	-১.৩৩	২.১	-৯.১৫
পল্লী	১.৩	১.৭	-৪.৩৭	২.২	-৪.২১	৩.১	-৬.৬৩

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

লেখচিত্র ১৩.২: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

(জাতীয়, শহর ও পল্লী এলাকা)

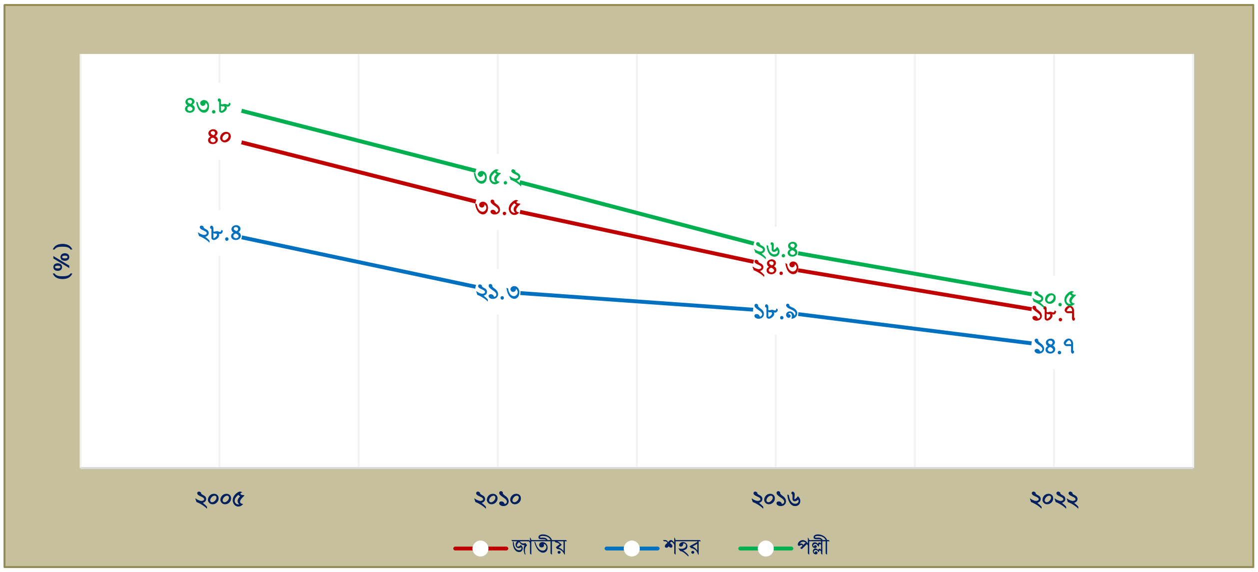

উৎস:খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয়

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে চলতি বাজার মূল্যে (Nominal) খানার মাসিক আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় সারণি ১৩.৩ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৩.৩: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০২২	জাতীয়	৩২৪২২	৩১৫০০	৩০৬০৩
	পল্লী	২৬১৬৩	২৬৮৪২	২৬২০৭
	শহর	৪৫৭৫৭	৪১৪২৪	৩৯৯৭১
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৮৮	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৯৮	১৪১৫৬	১৩৮৬৮
	শহর	২২৬০০	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৫	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮১	৪৫৩৭
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৩৭	৭১২৫
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ: বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে চলতি বাজার মূল্যে মাসিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ৩.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৮৮ টাকা। ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২,৪২২ টাকা।
- আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯৬ টাকা, ২০১৬ সালে এই ব্যয় ছিল ১৫,৭১৫ টাকা। ২০২২ সালে তা বেড়ে ৩১,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা। ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৪২০ টাকা হয়। ২০২২ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০,৬০৩ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তুলনায় আয় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০২২ এবং ২০১৬ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর	জাতীয় পর্যায়	পল্লী	শহর
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৩৭	০.৩৭	০.৪৮	০.২৩	০.২৫	০.২৭
ডিসাইল-১	১.৩১	১.৪১	১.৪৫	১.০২	১.০৬	১.১৭
ডিসাইল -২	২.৮৬	৩.১৭	২.৬১	২.৮৩	২.৯৯	৩.০৪
ডিসাইল -৩	৩.৮৮	৪.৪০	৩.৪১	৪.০৫	৪.৩৬	৪.১
ডিসাইল -৪	৪.৮২	৫.৪৯	৪.১৭	৫.১৩	৫.৫২	৫.০০
ডিসাইল -৫	৫.৮১	৬.৬২	৫.০৬	৬.২৪	৬.৫৮	৬.১৫
ডিসাইল -৬	৬.৯২	৭.৮৫	৬.১২	৭.৪৮	৭.৮৯	৬.৮৮
ডিসাইল -৭	৮.৩৬	৯.৩২	৭.৫৫	৯.০৬	৯.৫২	৮.৪৪
ডিসাইল -৮	১০.৪৯	১১.৪৯	৯.৮৭	১১.২৫	১১.৮০	১০.৪
ডিসাইল -৯	১৪.৬২	১৫.৩২	১৪.৫২	১৪.৮৬	১৫.৫১	১৩.৪৭
ডিসাইল -১০	৪০.৯২	৩৪.৯৫	৪৫.২৩	৩৮.০৯	৩৪.৭৮	৪১.৩৭
সর্বোচ্চ ৫%	৩০.০৪	২৪.২২	৩৩.৪৮	২৭.৮২	২৪.১৯	৩২.০৯
জিনি অনুপাত	০.৪৯৯	০.৪৪৬	০.৫৩৯	০.৪৮২	০.৪৫৪	০.৪৯৮

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০২২' অনুযায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৮.৬৮ শতাংশ। অথচ, ২০১৬ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ১৯.২৭ শতাংশ।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.২৩ শতাংশ, ২০২২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ০.৩৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জিনি অনুপাত ২০১০ সালে ছিল ০.৪৫৮, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮২ হয়। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৯৯ ।
- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৪৩১, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৪৫৪, ২০২২ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.৪৪৬)। অন্যদিকে, শহর এলাকায় ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৫৩৯ যা ২০১৬ সালের জরিপে ছিল ০.৪৯৮।

পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

সারণি ১৩.৫ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০২২			২০১৬		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৪৭	৩.৮৭	৩.২৫	৩.৭০	৪.০০	৩.৪৪
ডিসাইল -২	৪.৭৫	৫.২১	৪.৫০	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫
ডিসাইল -৩	৫.৬৫	৬.১৭	৫.৩৯	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭
ডিসাইল -৪	৬.৫৬	৭.০৪	৬.২৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫
ডিসাইল -৫	৭.৫০	৮.০২	৭.১১	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৯.০৭	৮.২১	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০
ডিসাইল -৭	৯.৮৬	১০.৩২	৯.৬০	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭
ডিসাইল -৮	১১.৬৮	১২.০৮	১১.৫৩	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১
ডিসাইল -৯	১৪.৬৩	১৪.৬১	১৫.২৪	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬
ডিসাইল -১০	২৭.৩৭	২৩.৬৩	২৮.৯৩	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩
জিনি অনুপাত	০.৩৩৪	০.২৯১	০.৩৫৬	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১ থেকে ৫ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ডিসাইল-৬ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১৬ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি সামান্য।

- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ০.৩২৪)। ২০২২ সালে জিনি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৩৩৪।

- ২০২২ সালে পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে (২০১৬ সালে ছিল ০.৩০০, ২০২২ সালে হয়েছে ০.২৯১)।

- অন্যদিকে, ২০১৬ সালে শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেলেও ২০২২ সালের নতুন জরিপে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩৩৮, ২০১৬ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ০.৩৩০, ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩৫৬)।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৬ এ দেখানো হল:

সারণি ১৩.৬: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০২২			২০১৬		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৭.৯	২১.৭	১৪.৩	১৬.০	১৯.২	১২.৫
সিলেট	১৭.৪	১৮.১	১৪.৪	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫
চট্টগ্রাম	১৫.৮	১৭.৯	১১.৩	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯
বরিশাল	২৬.৯	২৮.৪	২১.৩	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪
খুলনা	১৪.৮	১৬.২	৯.৯	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩
রাজশাহী	১৬.৭	১৭.২	১৪.৯	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫
ময়মনসিংহ	২৪.২	২৬.২	১৬.০	৩২.৮	৩২.৯	৩২
রংপুর	২৪.৮	২৩.৬	২৯.৯	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	২.৮	১.৯	৩.৭	৭.২	১০.৭	৩.৩
চট্টগ্রাম	৫.১	৬.৩	২.৩	৮.৭	৯.৬	৬.৫
সিলেট	৪.৬	৫.২	১.৩	১১.৫	১১.৮	৯.৫
খুলনা	২.৯	২.৮	৩.১	১২.৪	১৩.১	১০.০
রাজশাহী	৬.৭	৮.০	২.৫	১৪.২	১৫.২	১০.৭
বরিশাল	১১.৮	১৩.১	৬.৭	১৪.৫	১৪.৯	১২.২
ময়মনসিংহ	১০.০	১০.৩	৮.৫	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮
রংপুর	১০.০	১০.৩	৮.৭	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩

উৎস: খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০২২, বিবিএস।

সারণি ১৩.৬ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ঢাকা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সাল অপেক্ষা বৃদ্ধি পেলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২২ সালে দেশের সকল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়েছে।

- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা উভয় ক্ষেত্রেই বরিশাল বিভাগে মোট দারিদ্র্য হার সবচেয়ে বেশি।
- উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী ২০২২ সালে সকল বিভাগের শহরাঞ্চলে পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা দারিদ্র্য হার কম হলেও নিম্ন দারিদ্র রেখা অনুযায়ী ঢাকা ও খুলনা বিভাগের পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি ।

বাংলাদেশ জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই)

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০২৫ সালের জুলাই মাসে, ২০১৯ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) এর উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিওআই) প্রকাশ করে। প্রথমবারের মতো জাতীয় এমপিআই বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করে যার মাধ্যমে জাতীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্যকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে এমপিআই দারিদ্র্য পরিমাপের একটি সহযোগী সূচক হতে পারে। এজেন্ডা ২০৩০ অনুযায়ী এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.২ এ দারিদ্র্য পরিমাপে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

দারিদ্র্যের একাধিক মাত্রা, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান বিবেচনার মাধ্যমে, এমপিআই একটি সমাজের বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট বঞ্চনা চিহ্নিত করা এবং সমাধান করার জন্য একটি সামগ্রিক কাঠামো প্রদান করে। এই প্রতিবেদনের মূল ফলাফলের মধ্যে রয়েছে-

- বাংলাদেশে প্রতি চারজনের একজন (২৪.০৫%) বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র।
- গ্রামীণ এলাকার (২৬.৯৬%) মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাসকারীর (১৩.৪৮%) তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ দরিদ্র।
- বিভাগ ও জেলাভেদে দারিদ্র্যের অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন।
- সকল বিভাগের মধ্যে সিলেটে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের সর্বোচ্চ ৩৭.৭০ শতাংশ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন ও এর কাঠামোগত বাধাসমূহ দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার তিনটি আন্তঃসংযুক্ত কৌশলগত অবস্থানের সঙ্গে একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করেছে: (১) প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার গভীরতর করা (২) আর্থিক ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশীয় ও বিদেশী প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ এবং (৩) সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বৃহত্তর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২' অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতি লক্ষে মাতৃমৃত্যু হার ২০১৪ সালে ১৯৭ হতে ২০২৩ সালে ১৩৬ এ নেমে এসেছে। ০৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার ২০১৪ সালে প্রতি হাজারে ৩৮ হতে ২০২৩ সালে ৩৩ এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

জেন্ডার ও অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিকসহ) ভর্তির হার ২০২৪ সালে ৯৪.৫৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report ২০২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১৪৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২৪তম ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল রাষ্ট্র হতে এগিয়ে রয়েছে । এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী এসডিজির অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম:

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার প্রবর্তন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার ২০২৩ সালে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' চালু করেছে, যা নাগরিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। ২০২৫ সালের ২৯ জুন পর্যন্ত সমতা, সুরক্ষা, প্রগতি ও প্রবাস স্কিমে মোট ৩,৭৪,১৪৮ জন নাগরিক নিবন্ধিত হয়েছেন, যা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন। সর্বজনীন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি সম্পূর্ণ আইটি প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা হয়েছে। গ্রাহক

সেবা বাড়ানোর জন্য চালুকৃত U-pension App এর মাধ্যমে ঘরে বসেই নিজ উদ্যোগে নিবন্ধন করা, মাসিক চাঁদা পরিশোধ, নিজের পেনশন হিসাব মনিটর করা যায়। সর্বজনীন পেনশনের স্কিমসমূহ হলো:

- প্রবাস (প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য)
- প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য)
- সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য)
- সমতা (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য)

সর্বজনীন পেনশনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোন বাংলাদেশি কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

বেকার বা অন্যভাবে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন এমন জনসাধারনের অস্থায়ী সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম; হিজড়া, বেদে, চা শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি; প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের জন্য ছাত্র উপবৃত্তি; মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা; অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ইত্যাদি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,০২,১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৩.৭৩ শতাংশ এবং জিডিপির ১.৮৪ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১,২৬,৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.০৪ শতাংশ এবং জিডিপির ২.০২ শতাংশ। বর্তমানে নিম্নোক্ত ৭টি ক্যাটাগরির আওতায় সর্বমোট ৯৫ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে যা সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলো

সারণি ১৩.৭: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

কার্যক্রম	কর্মসূচির সংখ্যা	২০২৪-২৫ (সংশোধিত)	২০২৫-২৬ (মূল বাজেট)
সামাজিক সহায়তা (Social Assistance)	৩৬	৩৫৪৭৯.৭৯	৪৭৫৯৭.২০
শ্রম বাজার কর্মসূচি (Labour Market Programme)	১৯	৩১৮৬.৬০	৪১৭১.৪১
সামাজিক বীমা (Social Insurance)	২	৩৫৫৫৭	৩৫৪৩৩.৯৩
সাধারণ ভর্তুকি (General Subsidies)	৩	২৩৩৯৩.৮১	৩৪৯৬৪.৯৮
কমিউনিটি উন্নয়ন (Community Development)	১৭	১৭৬২.৬১	২০১৩.২১
সামাজিক সেবা কার্যক্রম (Social Care Service)	১৫	২৬৭৪.৬৯	২৩২৭.২৩
প্রযুক্তিগত সহায়তা (Technical Assistance)	৩	১২৫.৫৮	২২৩.১২
মোট	**৯৫**	**১০২১৮০**	**১২৬৭৩১**

উৎস:অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি: সমাজের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদূর্ধ্ব তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪,৩৫০.৯৭ কোটি টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০.০১ লক্ষ জন, যারা প্রত্যেকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪,৭৯১.৩১ কোটি টাকা।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম: দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১,৮৪৪.৩২ কোটি টাকা, ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭.৭৫ লক্ষ জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ৫৫০ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ২,২৭৭.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় শুরুতে ১.০৪ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৩৪.৩৫ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮৫০ টাকা হারে ৩৩.৩৪ লক্ষ জনকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচিতে ৩,৮৪৫.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেদে, হিজড়া, চা শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি: বেদে, হিজরা, চা শ্রমিক এবং বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২.৬৯ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২২৩.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১২৬.৪৮ কোটি টাকা।

মা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি: দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল এর সমন্বয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬.৫৫ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ১৬২২.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ১,৮৪৯.২৪ কোটি টাকা।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র উপবৃত্তি: অতি দরিদ্র শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রণোদনা প্রদান করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১৪ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ১,৭৮৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ১,৬৭৫.৭৩ কোটি টাকা ।

ইমপ্রুভিং একসেস এন্ড রিটেনশান থ্রু হারমোনাইজড স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম: দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচিটি চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৩.৭৫ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য ২,৫৩৯.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ২,৭৩২.৪৫ কোটি টাকা।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করতে এবং সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থান বজায় রাখতে সহায়তা করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৪,৭২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৮০০ কোটি টাকা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারকে সহায়তা: জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারকে সহায়তা ও আহতদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ২৩২.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৪০৫.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি: এ কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত অতি দরিদ্র পরিবারকে (বিধবা, বয়স্কা, নারী প্রধান পরিবার, নিম্ন আয়ের দুঃস্থ পরিবার প্রধানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১৫ টাকা কেজি দরে এ কর্মসূচির তালিকাভুক্ত পরিবারে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৯.৬৩ লক্ষ উপকারভোগীর মধ্যে ৭.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ওএমএস (সাধারণ ও টিসিবি) কর্মসূচি: নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী (চাল ও আটা) বিক্রয় করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৩.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ৩.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে। চালের বাজার দর নিয়ন্ত্রণসহ স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী টিসিবি কার্ডধারী পরিবারকে টিসিবির অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি ওএমএস এর চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ওএমএস (টিসিবি) খাতে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রায় ৪.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

পুষ্টিচাল বিতরণ: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দু:স্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচিতে তিনটি জেলার ৫টি উপজেলায় উপকারভোগীদের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণের কাজ ধাপে ধাপে প্রচলন করা হয়। বর্তমানে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ভিটামিন এ, বি১, বি১২, ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ পুষ্টিচালও বিতরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সর্বমোট ২৫৬টি উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কার্যক্রম (কাবিখা-কাবিটা) বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কাবিটা (কাজের বিনিময়ে টাকা) বাজেটে মোট ১,০৫৩.০০ কোটি টাকা এবং কাবিখা (কাজের বিনিময়ে খাদ্য) বাজেটে মোট ১৪০০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১,২১,১৪৮৮৩ জন।

ভিজিএফ: সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২০,১১,৬১২.২২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৭৬ লক্ষ।

টি.আর: দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি নগদ অর্থ হিসেবে টিআর সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,১১২.৬৬ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি 'প্লাস' (ইজিপিপি+): পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কর্মসুচিটি বছরের কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ১৬৩ কোটি টাকা ও উপকারভোগীর সংখ্যা ১,৬০,০০০ জন।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প: ভুমিহীন-গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৩,৩১,৯৪৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গৃহায়ন তহবিল: গৃহায়ন তহবিলের তালিকাভুক্ত ৪২০টি এনজিওর মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে গৃহপ্রতি ঋণের সিলিং ২.৫০ লক্ষ টাকা। এনজিওগুলোর অনুকূলে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৬৮৫.৮৪ কোটি টাকা ঋণ ছাড় করা হয়েছে। উক্ত ঋণে ইতোমধ্যে ১,০৬,২৬১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪১৫টি গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,৩১,৩০৫ জন। বর্তমানে ঋণ আদায়ের হার ৯৫ শতাংশ।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দারিদ্র্য হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করতে এই বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সমবায় অধিদপ্তর

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে আসছে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিসমূহ প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় এই তিনটি স্তরে সংগঠিত। সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা বর্তমানে ১,৭৬,১৬৬টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৪,৯৩৪টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,২২১টি ও জাতীয় সমিতির সংখ্যা ১১টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৩,১২,৩৩৪ জন, পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০৫৭.৫৪ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ২৬৫২১.৬৪ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩৬১১৪.৯৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, ক্ষুদ্র ও এসএমই ঋণ বিতরণ এবং পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী গঠনসহ বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১২২টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিআরডিবি মোট ১,৪৮১.৪৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং ১,৩৫১.৮২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। ঋণ আদায়ের হার ৭২ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃজন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ রূপান্তর ও গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ ও টেকসই মডেল তৈরীর লক্ষ্যে বার্ড ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রবর্তন সংশ্লিষ্ট ১৭টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে; তন্মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও প্রদর্শন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা, প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ, গ্রামীন নারীর ক্ষমতায়ন, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়ন, চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন, পল্লী পর্যটন, বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ড ১৫০টি প্রশিক্ষণ কোর্স এর মাধ্যমে ৪,১৫৩ জন পুরুষ এবং ২,৯১৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান করে। শুরু থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত আরডিএ মোট ৫৮২টি গবেষণা ও ৫৩টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এছাড়া মার্চ ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ১৫টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে আরডিএ কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৪টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। আরডিএ ক্রেডিটের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৮৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় ৩২,২৪৬ জন সদস্যকে মোট ১৮৭.৮৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৮৩.৬৮ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৩.১৫ শতাংশ।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মসৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শুরু থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর সংগঠিত ক্রমপুঞ্জিত সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৪.৯৫ লক্ষ জন, যার ৯৭ শতাংশই মহিলা। সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে ৫.৮৬ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুফলভোগীদের মোট ২৬,২২২.৭৭ টাকা পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর

প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ১০,১৪২টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৯৫,৮৭৫ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৪ ভাগই মহিলা। এ সকল সদস্যকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে এ যাবত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২,৪৯৭.০৮ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত মোট ২,১৬৭.৬৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৬.৬৪ শতাংশ।

বেকারদের আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

কর্মসংস্থান ব্যাংক উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৮২টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের অর্থায়নে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে মোট ৪৩,৫৩,৩৬৮ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কাজ করছে। সম্প্রতি শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ঝুঁকি হ্রাস, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি- এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ এর কৌশলগত পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি প্রশমন, জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, অতি দারিদ্র নিরসন, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২১৩টি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯,৩৫৭.৭৪ কোটি টাকা। একই সময়ে সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১,৫৫,৪০০.৩৪ কোটি টাকা। জুন ২০২৫ সময়ে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট সদস্য ২.০৭ কোটি যাদের মধ্যে ৯৩.৩৮ শতাংশ নারী।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য আইন-বিধি প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, অন-সাইট ও অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতের ন্যায় এ খাতে MF-CIB (Microfinance Credit Information Bureau) প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, এমআরএ লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, অন্যান্য ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বর্তমানে মাইক্রোফাইন্যান্স ন্যাশনাল ডেটাবেস (এমএফ-এনডিবি) এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সংগৃহীত হচ্ছে। এমআরএ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ৯০০টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং নন-কমপ্লায়েন্সের কারণে ২০৭টি লাইসেন্স বাতিল করেছে। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সনদ বহালকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৯৩টি, মোট গ্রাহক ৪.৪০ কোটি যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা ৩.৩৭ কোটি। উল্লেখ্য, এ খাতে সুবিধাভোগীদের ৯০ শতাংশই মহিলা।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

জুন ২০২৫ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২,৬৯২টি, যার মধ্যে দেশি এনজিও ২,৪০৯টি এবং বিদেশি এনজিও ২৮৩টি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে ১,৪৫,২৮২.৩৬ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে ১,২৬,৯৭৭.৪৮ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গাসমতা, স্যানিটেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয় করছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৯টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচি ছাড়াও এই সংস্থাটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সুরক্ষা, পানি-পয়:নিষ্কাশন সেবা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, আইনি সহায়তা, আর্থিক সেবা, প্রাক-অভিবাসন সেবা, অভিবাসন চলাকালীন সেবা, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের পুনর্বাসন সেবা এবং সর্বোপরি সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,৬৩,০১১.৬১ কোটি ও ৫,২০,০১৯.০৪ কোটি টাকা। প্রদানকৃত উক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ১,০২,৮২,১৫৬ জন যার মধ্যে ৮৯.৪০ শতাংশই মহিলা।

আশা

বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশার স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থাটির ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪২,৪৫১ কোটি টাকা। উক্ত ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় যথাক্রমে ৬০.১৮ লক্ষ ঋণগ্রহীতা'কে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

ব্যুরো বাংলাদেশ

ব্যুরো বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সমগ্র দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যুরো বাংলাদেশ ১৬,৪৪৯.২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৯০৯,৯১৭ জন।

কারিতাস

কারিতাস আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় কারিতাসের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ২৯০,৭৩০ জন উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে সর্বমোট ৮,৩৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং ৭,৮৩০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৮৭ শতাংশই মহিলা।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে। ফাউন্ডেশনটি জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ২৬,৪২৭.৭০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২৩,৫২১.০৩ কোটি টাকা।

টিএমএসএস

একটি নারীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় সংস্থাটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে ১ কোটিরও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ১,৪৬,৬০,৫৮ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ১০,৩৬১.৮২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫০টি জেলার ৯,৬৫০ টি গ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তৃত। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,২৭,৩৭৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৫,৭২৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

সিরোটসি

কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান (সিরোটসি) সংস্থাটি দেশের দরিদ্র, দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী সম্পাদন করে থাকে। বর্তমানে এর কার্যক্রম ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ১৪.১৫ কোটি টাকার আবর্তক তহবিল ব্যবহার করে মোট ৪৮,৫৫৭ জন সদস্য এর মধ্যে পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ১৭১.৪৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিবিড় তদারকির মাধমে ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার ফলে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১,৩৮,৯০৫ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এসএসএস

সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) এর কার্যক্রমের অন্যতম ভিত্তি হল অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা যার মাধ্যমে প্রান্তিক পরিবারগুলো জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষা, শিশু উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও অপুষ্টি নিরসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংযোগ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রান ও পুনর্বাসন এবং প্রবীণদের কল্যাণ ও জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত এসএসএস মোট ৮,৭৭৪.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যার মধ্যে আদায়ের পরিমাণ ৮,২৩৬.৪৪ কোটি টাকা। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১১,৬০,৯৬৮ জন।

গ্রামীণ ব্যাংক

দারিদ্র বিমোচন তথা গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক ৩,৩৭,৫৩৭.০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায় হয়েছে ৩,২০,৭৩৭.০০ কোটি টাকা। সারণি ১৩.৮ এ গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো

সারণি ১৩.৮: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
বিতরণ	২৪৩২২	২৫১৩৭	১৭৪২৭	১৯৫৪৮	২৫৫১১২	২৮৮০৪৭	৩১২৭৩৪	৩৩৭৫৩৭
আদায়	২২৫৬০	২৪৫০৬	১৭৩৯১	২১১৫০	২৪১৩৪৬	২৭১৮৯৭	২৯৬১৪১	৩২০৭৩৭
আদায়ের হার (%)	৯৯	৯৯	৯৯	৯৫	৯৭	৯৭	৯৬	৯৬
সুবিধাভোগী	৮৯৮৬০৫০	৯১৯২৪৭০	১২০২৭৩	৯৩৮৭৫০৫	৯৬১২৭৬৭	১০৩৬১৬৩৫	১০৬০৯১৫৩	১০৭২৪৫৭৯
মহিলা	৮৬৮৯০০৪	৮৮৯৩৯৯৭	১১৮৮২৫	৯০৮৪৭৬৫	৯৩০৫৪৩২	১০০৩৩১০২	১০২৭৪৮৩৫	১০৩৭১৫৬৮
পুরুষ	২৯৭০৪৬	২৯৮৪৭৩	১৪৪৮	৩০২৭৪০	৩০৭৩৩৫	৩২৮৫৩৩	৩৩৪৩১৮	৩৫৩০১১

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.৯ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৯: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	১২৫৮.৫১	৭৭১.৫১	৯৯৫.৬৬	১০৫১.৩৪	১২৩১.৯২	১৩৫৫.৩৯	১৪২৫.০৭
আদায়	১১৭৮.০০	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	১৩৭৮.৭৮	৮১৮.৬৩	৯০৫.৫১	১০৬৬.৯৬	১১২১.৩৩	১১৮৯.৪২	১২৮৩.৭৮
আদায়ের হার (%)	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	৪৮.৪৭	৩৮.৪৭	৩৯.২৯	৩৭.৮৩	৪০.১০	৩০.৮৮	৩৬.১৫
সুবিধাভোগী	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১৫৭৫১৮	১৬৬২২৯	২৮৫৫৪৮	১৫৭৬৩০	৮৫৯৬২৩৫	১৬৫৭৩৯	২০১৫৮২
অগ্রনী ব্যাংক										
বিতরণ	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	৪১৫৯.০০	৬৮৩৩.৭৬	৭৬১৯.১২	৭৯৮৫.৪৯	৮৫৯১.৬৮	৮৬১৯.৭৮
আদায়	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	৩৫৩০.১০	৫৫৯৯.৮৯	৫৬১৬.০১	৫৪৮০.৭১	৫২১০.৬৫	৭৫৫৬.৯৫
আদায়ের হার (%)	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৭২.১১	৭২.৭৮	৬৫.০৫	৬৯.৯৪	৫৬.২৯	৫৮.৫৮
সুবিধাভোগী	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	২৩০৫৩	২৬০২৩	২৬৮৭৮	৩৮৮১২	৩২৯১৯	৩০৪৮৪

ব্যাংক	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ	৭৪৪.৮১	৭৫১.৩৩	৭৫১.৩৬	৭৫৩.১৯	৭৩৩.১৩	৭২৪.০১	৭৫০.৩০	৭৬০.৩০	৭৬০.০৯	৬৭৩.৫১
আদায়	৬৯১.২৩	৭৬৯.৭০	৬৭৮.৫৭	৭২৯.৭৭	৭২২.৪২	৬৫৮.৫৯	৭২০.২৯	৬৮১.৮৫	৬৭৪.১০	৪৯৩.৬২
আদায়ের হার (%)	৫৮	৬১	৪৮.০৩	৫৭.৫৫	৬১.০৭	৫৭.৭৫	৫৪.৭৩	৪৮.১৮	৩০.৫৭	২০.২৮
সুবিধাভোগী	৫৫৩৪১৩	৫৫৩১৮৭	৫৫৩৭৮৫	৫৪৭৭০৫	৫৪৭৩৬৬	৫৫৪০৯২	৫৬৭৫৫৩	৫৮২০৪৬	৬৬৪৩৪১	৭৩২৪৫৬
রূপালী ব্যাংক										
বিতরণ	৯৬.৮৪	২০২.৩৪	৮১৪.৬৫	৮৫৮.৭৬	১২৪০.৪৬	১৫৯৩.৩৫	১৮৫৫.৩৮	১২০৯.২৬	১২৮৪.৫৭	১১৭৪.৬৬
আদায়	১২২.৪৯	১৮২.১৮	৪৭৫.৩৭	৮৪৩.১৫	১২৯৯.২৮	১৮১৫.২	২০৮৯.৮৩	৬০৫.৩৮	৪৭৪.৮৯	৬৬৯.১৯
আদায়ের হার (%)	১২৬	৯০	৫৮	৯৮	১০৫	১১৪	১১৩	৫০	৩৬.৯৭	৫৬.৯৭
সুবিধাভোগী	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৮৩২৩	৪৭২২৭	৫০৮৭৬	৭০৩৪	৪৫২৫	৪৫৩৯
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক										
বিতরণ	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৫৯.১১	৩৭.৮২	৩৬.৫৫	১৬৯.০৫	২০৩.৭৬	২০৯.১৬	৩০২.২৫
আদায়	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	৬৭.৪২	৩১.৩৫	৩১.৬০	১৬৫.৯৭	১৬২.৮৭	১৯৫.৯৯	২০৮.২২
আদায়ের হার (%)	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	১১৪.০৫	৮২.৮৯	৮৬.৪৬	৯৮.১৮	৭৯.৯৩	৯৩.৭০	৬৮.৮৯%
সুবিধাভোগী	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৬৩৭৫	৩২৪০	২৩২২	১৪৩২৭	৯৯১৬	১০২১৭	১৮৬৪৪
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক										
বিতরণ	১২.৬৩	১১.১০	৭.৫৯	৭.৬৭	৪.৯০	৯.৫৩	১১.৬৮	৫৮.৫২	৫৬.৭৩	-
আদায়	১৯.০৮	১১.৭৬	৭.৬৬	১১.১৩	৬.২৪	৯.১১	১১.৭৭	২৪.৪৬	৪৩.৩৮	-
আদায়ের হার (%)	১.৫১	১০৫.৯৬	১০০.৮৭	১৪৪.৯৭	১২৭.৪৬	৯৫.৫৭	১০০.৭০	৪১.৮১	৭৬.৪৭	-
সুবিধাভোগী	৫৫৩৮	৩৯৮৯	২৪৬৫	১৫৪৪	১৬০৩	১৪২৮	১৮৯৭	৬১২৯	৬৬০১	-

উৎস:সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

সারণি ১৩.১০ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো

সারণি ১৩.১০: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (কোটি টাকা) জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৮৬২৫৪	৬৩১৭৫৩	১২১৮০০৭	৩৪৪০.০৬	৯৬.০২
ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি	১০৮	৭১৫	৮২৩	৩৯৮.৯২	৩৯.২২
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি	১৫৪৮৩	২৮৮৫২	৪৪৩৩৫	৩৬৮.০৪	৯৮
উত্তরা ব্যাংক পিএলসি	৩৪	১৩৩	১৬৭	১৪৪.৬৫	-
বেসিক ব্যাংক পিএলসি	২,৩০৮	৩,৫২৮	৫,৮৩৬	১,২৫৯.৯৯	১০৪.৯৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি	৬৮৩১৩৯১	৫৮৪৯২৭	৭৪১৬৩১৮	৫৪০৬৩	৯৭.৪৩

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১১ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলো

সারণি ১৩.১১: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডিবি											
	বিতরণ	৯৮৫.৮৮	১০৬৬.৭৩	১১৭৪.৫১	১২৫২.৮৬	১২৮২.৪১	১০৫৫.৩০	১২৪৪.৩৯	১৩৬৩.৬৩	১৬৫১.১৯	১৬৩৪.৯১	১৪৮১.৪৫
	আদায়	৯১০.৪২	৯৯৯.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	১২৪১.৩২	১০০০.৭৪	১২৫০.৪৬	১২৯৯.৭১	১৫৯৩.৫৭	১৪৭৮.১১	১৩৫১.৮২
	হার (%)	৯২	৯৪	৭৫	৭৫	৭৫	৬৭	৭১	৭২	৭৭	৭৫	৭২
	পিডিবিএফ											
	বিতরণ	১০৯০	১৩০৮	১৬৯৯	১৮৬১	১৯৪৯	১৭৭৭	১৮৮১	২২২৯	২০৩৮	১৯৩৩	১৭৩০.৩১
	আদায়	১১৩৮	১৩০৯	১৬৬১	১৯৯১	২০৮৪	১৯৩৫	২০৬৪	২১৭৪	২৪৫৮	২২৯৯	২০০০.৫৩
	হার (%)	৯৮	৯৮	৯৮	৯৭	৯৬	৯৬	৯৬	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮
	আরডিএ											
	বিতরণ	১৩.৮৬	১৩.১৩	১১.২৮	১৩.৭১	১২.০৬	৮.২১	৯.১৮	৯.৯৪	৯.৮০	৮.৮৫	৯.১৫
	আদায়	১১.৪৬	১২.৬৫	১৩.০৪	১২.৮৯	১২.৫০	৯.৭৪	৯.৬২	১০.৩৮	১১.০১	১০.০২	১০.০৯
	হার (%)	৯২.০৫	৯০.২৩	৯০.০৩	৯১.০৭	৯৩.৪১	৭৫.৭৭	৮০.৮৫	৮৮.৬০	৯৩.৩৭	৯০.৬৮	৯০.৩৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৫.০৭	৬.৪৫	৭.৯৩	৮.৬৪	১২.৭৩	৩.৭৭	১১.১৭	৮.৮১	১১.৬৫	১৬.৯৫	১০.৭৫
	আদায়	৫.০০	৬.৭৪	৭.৮৯	৭.১২	৯.১৫	৭.৩৪	৭.৩২	৭.৮৯	৮.৫	১০.৬৯	১২.২৯
	হার (%)	৯৮.৬৪	১০৫.১৫	৯৯.৪৫	৮২.৪১	৭১.৮৫	১৯৪.৬৬	৬৫.৫৫	৮৯.৫৬	৭৩.৪৭	৬৩.০৬	১১৪.৩৪
	জাতীয় মহিলা সংস্থা											
	বিতরণ	৩.১৫	২.৬৫	৪.৯৮	৩.৫৯	৩.৭৬	৩.৩৮	৩.৪৯	৩.৫৮	৩.৬৩	২.৪২	৩.১২
	আদায়	২.৫৭	২.৫৫	৫.৬৮	৪.৩৮	৫.৭৮	৩.৯৯	৩.৫৭	৫.৫২	৪.০০	৪.১৬	৫.৯০
	হার (%)	৮২	৯৬	১১৪	১২২	১৫৪	১১৮	১০৩	২১৩	১১৮	৮৭	১৮৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	৯.০০	৭.০০	৭.০০	৮.৫০	৮.৫০	৯.০০
	আদায়	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১২.০০	৫.৭৫
	হার (%)	৫৮.৪৮	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯.০০	৫০.০০	৫১.০০	৪৮.০০	৮৫.০০	৪৮.০০	৪৬.০০
শিল্প মন্ত্রণালয়	সিরোটসি											
	বিতরণ	৯.৩৫	৮.৬৬	৭.৮৩	৬.৪২	৩.৪৩	২.৯৮	২.৫৫	২.১৪	২.৪৬	২.৩৪	১.৯৩
	আদায়	৯.৩৪	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩.৭১	৩.১০	২.৫৪	২.১৫	২.২৯	২.৩৩	১.৯২
	হার (%)	৯৩.০০	৮৬	৭১	৫৯	৫১	৯৭	৫৬	৮১	৯৯	১০১	-
ভুমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৬১	৬.৭০	৬.৭৯	৬.৬২	৯.৪৬	৫.৮১	৬.১৭	৬.৬৭	৭.২৩	৭.৬৯	৭.৯৮
	আদায়	৬.২	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	৭.২	৬.০০	৪.৫৭	৬.০০	৯.২৮	৭.৭	৭.৭৩
	হার (%)	৮১	৯১	৯৪	৯৪	৭৬	১০৩	৭৪	৯০	১২৮	৯৯.৮৭	-
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড											
	বিতরণ	৪.০৩	৪.০৪	৪.১০	৩.৫৯	৩.৫১	০.৫৭	০.৪৭	০.৭৬	২.৮৫	১.৫১	-
	আদায়	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	৩.৫৬	২.১১	২.২৮	২.৪৫	১.৯৪	২.১৮	১.২৬
	হার (%)	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭১.১৬	৭১.৮৬	৭২.৬৩	৭৩.৪৯	৭২.০৩	৭৩.২৩	৭৪.৭৫	৭৫.১৬
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর											
	বিতরণ	৯৭.৩৪	১০২.৬৫	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	১৪২.৯৪	১১৪.৯৪	১৩৩.৬২	১৫০.৯৮	১৫৩.০৮	১৫৪.২১	১৫১.৪৮
	আদায়	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৪	১১৭.১৬	১৩২.৯১	১০৫.০৮	১১৭.৪৪	১৩৪.২৯	১৫৪.৬৬	১৩২.৪০	১৪৫.২৮
	হার (%)	৯২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯২.৯৮	৮৪.৭৫	৯৫.২১	৯৫.২১	৯৬	৯৫.৮৭	৯৫.৯১
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড											
	বিতরণ	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১.৬৬	১.১৫	১.২৩	১.৮৭	১.৯৫	১.৯৩
	আদায়	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	১.৬১	১.৭৩	১.২০	১.২৮	১.৯৫	২.০৫	২.০৪
	হার (%)	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	১০৩.০৭	১০৪.৫৩	১০৪.৩৩	১০৪.৪০	১০৪.০৮	১০৪.৯৭	১০০

উৎস: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

দ্রষ্টব্য: আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ি হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।